যুগান্তর

তারিখ 11 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ

উত্তরাঞ্চলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

মাহবুব রহমান, *রংপুর অফিস*

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে রংপুরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকার আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ নিয়ে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জেলার সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। ওই সব দাবি পূরণের লক্ষ্যে ৮ জেলার বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো সংগঠিত হচ্ছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজধানীর বাইরে কোন জেলা শহরে প্রথম কেবিনেট বৈঠক চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে ১৪টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে সময় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ রংপুরে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেছিলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে এই অঞ্চল। এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নেই। তাই সরকার রংপুরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কেবিনেট বৈঠকে রংপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শুধু তাই নয়, বেগম রোকেয়ার স্মৃতিকেন্দ্র কে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার জন্য এটি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। এই মন্ত্রণালয় ৩ মাসের মধ্যে এই স্থাপনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এরই মধ্যে সরকার রংপুর স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে স্থাপন না করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে স্থাপনের আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এনিয়ে গতকাল শনিবার যুগান্তরে একটি খবর প্রকাশ হওয়ায় রংপুর-দিনাজপুরের ৮ জেলার মানুষের মাঝে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। এ অঞ্চলের মানুষের আশা ছিল অবহেলিত উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য জরুরি উদ্যোগ নেবে। কিন্তু অভাবপীড়িত রংপুর, দিনাজপুরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে তা সাধারণ মানুষের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না বলে এলাকার সুধীমহল মনে করেন। এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রংপুর-৩ সদর আসনের সাবেক সাংসদ জিএম কাদের যুগান্তরকে জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে একজন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। একইভাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই অতি দরিদ্র রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ৮ জেলার সাধারণ মানুষের সন্তানদের পক্ষে অধিক অর্থ ব্যয় করে উচ্চশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুত রংপুর স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে স্থাপন করা হোক। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে ব্যয়বহুল শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে এ অঞ্চলের মানুষের কোন উপকার হবে না। এ রকম রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে তা কেবল একমুখী ধনিক শ্রেণীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার পথ সৃষ্টি হবে। পিছিয়ে পড়া এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সন্তানরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তিনি সরকারকে পুনরায় বিবেচনা করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রংপুর স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। একই রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, রংপুর নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও রংপুর সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আফজাল। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে রংপুরের মানুষ দাবি করে আসছিল এ অঞ্চলের অভাবী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য রংপুরে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। যা হবে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে। কিন্তু বর্তমান সরকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে তা এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পরিহাস করা হচ্ছে। যেখানে রংপুর-দিনাজপুরের ৮ জেলার মানুষ চিরকাল বঞ্চনাকবলিত আর অভাবপীড়িত। সেখানে ব্যয়বহুল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার স্থাপন করলে তা সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য কোন কাজে আসবে না। কুড়িগ্রাম নাগরিক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বিশিষ্ট আইনজীবী এনামুল হক চৌধুরী চাঁদ বলেন, এ অঞ্চলের জনমানুষের দাবি প্রতিটি সরকার যেভাবে উপেক্ষা করেছে। একইভাবে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার রংপুর স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে আবারও এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের দাবিকে উপেক্ষা করল। কারমাইকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক বলেন, রংপুর-দিনাজপুরের ৮ জেলার মানুষের অর্থনীতির ভিত্তি একমাত্র কৃষি উপার্জন। প্রতি বছর ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ কারণে এ অঞ্চলের ওই সব কৃষক পরিবারের ও সাধারণ ঘরের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করে ঢাকায় বা অন্য কোন শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয় না। অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে যারা অর্থনৈতিক কারণে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারে না। তাই এ অঞ্চলের মানুষ আশা করেছিল, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার রংপুরে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে ওই সব শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হতো। তাই তিনি রংপুর স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে না করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

> **দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষার জন্য রংপুরে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি**